গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: **১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১** বঙ্গাব্দ/ **২৯ মে, ২০২৪** খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২১৪-আইন/২০২৪/৬৬/কাস্টমস।- কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই বিধিমালা সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) আইনের ধারা ২৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালা আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করা প্রয়োজন বিধায় এই বিধিমালা ৬ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এ বিধিমালায়,-

(ক) **"অনুমোদিত যন্ত্রপাতি"** অর্থ ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে আইনানুগ পন্থায় সংগৃহীত এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় লাইসেন্সে সংযোজিত মেশিন;

(খ) **"আইন"** অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন);

(গ) **"আমদানি প্রাপ্যতা"** অর্থ অনুমোদিত মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী এবং কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ বিবেচনাপূর্বক বন্ড সুবিধায় আমদানিযোগ্য কাঁচামালের পরিমাণ; এবং

(ঘ) **"বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা"** অর্থ এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা।

৩। **বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ।-** (১) মেশিনের ক্যাটালগে বর্ণিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সরেজমিনে জরিপকৃত মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করিতে হইবে।

(২) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা জরিপ করিতে হইবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত একই Make এবং Model এর মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয়কল্পে বৎসরে ৩০০ (তিনশত) কার্যদিবস এবং প্রতি কার্যদিবসে ২০ (বিশ) কর্মঘন্টা বিবেচ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩ (তিন) শিফটে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এইরূপ ঘোষণা প্রদান করা হইলে এবং উক্তরূপ ঘোষণার প্রামাণ্য দলিলাদি কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমসের নিকট দাখিল করা হইলে উহা যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কমিশনার উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতি কার্যদিবসে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা বিবেচনা করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে, যথা:-

বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা = {বার্ষিক মোট কার্যদিবস (৩০০) × শিফট সংখ্যা × ৮ × উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিনের সংখ্যা × প্রতি ঘন্টায় মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা} ।

এক্ষেত্রে, প্রতি শিফটের সময় ৮ ঘণ্টা বিবেচনাক্রমে।

(৫) মেশিনের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিএ ফার্ম কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত অবচয় বিবেচনা করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন এইরূপ নিরীক্ষা সম্পাদিত না হইবার ক্ষেত্রে ৩ (তিন) বৎসর পর পর মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা পুনঃপরীক্ষা করিতে হইবে।

৪। **নূতন ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ।-** (১) কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নূতন ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদানের সময় বিধি ৩ অনুযায়ী নিরূপিত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগের সমপরিমাণ কাঁচামাল বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিবার পর সংশ্লিষ্ট মেয়াদের কোনো পর্যায়ে আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত কাঁচামালের আনুপাতিক হারে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের মেয়াদ পর্যন্ত সময়ের জন্য আমদানি প্রাপ্যতা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

৫। **ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ।-** (১) পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা পূর্বে নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়ন পর্যায়ে বিধি ৩ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালা জারি হইবার পূর্বে যে সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে এবং মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ করা হইয়াছে সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়নের সময় বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের রপ্তানিতে যে পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সাথে শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ পরিমাণ কাঁচামাল যোগ করিয়া মজুদসহ প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, Compliant প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৬০ (ষাট) ভাগ পর্যন্ত প্রদান করা যাইতে পারে, যাহা ক্ষেত্র বিশেষে কোনো ক্রমেই শতকরা ৮০ (আশি) ভাগের অধিক হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ হিসাবকৃত আমদানি প্রাপ্যতা কোনো কাঁচামালের ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে তাহা ১ (এক) কন্টেইনারের কম কিংবা এইরূপ পরিমাণ হয় যে তাহা আমদানি করিতে অসুবিধা হইবে, সেই ক্ষেত্রে এক কন্টেইনারের সমপরিমাণ কিংবা এইরূপ পরিমাণ আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে যাহা আমদানি করা যায়।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-বিধিতে উল্লিখিত “Compliant প্রতিষ্ঠান” বলিতে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে, যথা:-

(ক) আইনের যে কোনো ধারা এবং ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এর যে কোনো বিধি বা এতদ্‌সংক্রান্ত কোনো বিধি-বিধান ভঙ্গের দায়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো বিচারাদেশ জারি হয় নাই:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিচারাদেশ জারি হইলেও লাইসেন্সি উক্ত আদেশে উল্লিখিত রাজস্ব ও ক্ষেত্রমত জরিমানা পরিশোধ করিলে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না; এবং

(খ) বিবেচ্য প্রাপ্যতা মেয়াদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্যূন ১ (এক) অর্থ বৎসরে মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র (মূসক-৯.১) সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কার্যালয়ে জমা প্রদানে ব্যর্থ হন নাই।

(৪) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিবার পর সংশ্লিষ্ট মেয়াদের কোনো পর্যায়ে আমদানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত কাঁচামালের আনুপাতিকহারে ওয়্যারহাউস লাইসেন্স নবায়নকৃত মেয়াদের অব্যবহিত পূর্বের মেয়াদের কাঁচামালের মজুদের

জেরসহ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার অনধিক শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৫) কোনো মেয়াদে কোনো উপকরণ বা কাঁচামাল প্রাপ্যতা প্রদানের পর উক্ত মেয়াদে উহা আমদানি বা ব্যবহৃত না হইলে, পরবর্তী প্রাপ্যতা মেয়াদে উপকরণ বা কাঁচামাল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিতব্য পণ্যের জন্য অত্যাবশ্যক হইলে সেই ক্ষেত্রে, কোনো পূর্ববর্তী মেয়াদে প্রদত্ত মঞ্জুরির সমপরিমাণ প্রাপ্যতা প্রদান করা যাইবে এবং মজুদ থাকিলে তাহা অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই সমপরিমাণ প্রাপ্যতা নির্ধারিত হইবে।

৬। **স্থানীয় উৎস হইতে সংগৃহীত কাঁচামাল ব্যবহারের উপর প্রাপ্যতা প্রদান।-** স্থানীয় বাজারের মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত উৎপাদনকারী অথবা সরবরাহকারীর নিকট হইতে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং এইরূপে সংগৃহীত কাঁচামাল রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহারের উপর নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে প্রাপ্যতা প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) উক্ত সংগৃহীত কাঁচামাল প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতা সীমার মধ্যে থাকিতে হইবে;

(খ) সরবরাহের সপক্ষে বৈধ মূল্য সংযোজন কর চালানপত্র থাকিতে হইবে;

(গ) যথাযথ পদ্ধতিতে ইন্টু বন্ড নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

(ঘ) অনুমোদিত Utilization Permit (UP) এর বিপরীতে ব্যবহার করিতে হইবে।

৭। **ওয়্যারহাউসিং সুবিধা ব্যতীত আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহারের উপর প্রাপ্যতা প্রদান।-** ওয়্যারহাউসিং সুবিধা ব্যতীত স্বাভাবিক শুল্ককর পরিশোধপূর্বক লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে কাঁচামাল আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপে আমদানিকৃত কাঁচামাল রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হইলে, নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে উহার উপর প্রাপ্যতা প্রদান করা যাইবে, যথা:-

(ক) উক্ত বন্ড সুবিধা ব্যতীত আমদানিকৃত কাঁচামাল প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতা সীমার মধ্যে থাকিতে হইবে;

(খ) আমদানির সপক্ষে বিল অব এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি থাকিতে হইবে;

(গ) যথাযথ পদ্ধতিতে ইন্টু বন্ড নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

(ঘ) অনুমোদিত Utilization Permit (UP) এর বিপরীতে ব্যবহার করিতে হইবে।

৮। **আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ বৃদ্ধি।-** প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুমোদিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ সমাপনান্তে বার্ষিক নিরীক্ষা চলমান থাকিবার কারণে নূতন

বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা পাইতে বিলম্ব হইবার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী বৎসরে প্রদত্ত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে, যদি উক্ত প্রাপ্যতা অবশিষ্ট থাকে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে নূতন প্রাপ্যতা নির্ধারণের সময় বর্ধিত সময়ে ব্যবহৃত পরিমাণ বিয়োজন করিতে হইবে।

৯। **বিয়োজনের শর্তে প্রত্যয়নপত্র।-** বার্ষিক নিরীক্ষা ও আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ সমাপনান্তে নিরীক্ষার লক্ষ্যে দলিলাদি দাখিল করা হইয়াছে বা নিরীক্ষা চলমান রহিয়াছে, এইরূপ পরিস্থিতিতে খালাসের অপেক্ষায় থাকা আমদানি পণ্য চালান ছাড়করণার্থে প্রতিষ্ঠানের আবেদনক্রমে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস পণ্যচালানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক একটি প্রত্যয়নপত্র আমদানি কাস্টম হাউসের কমিশনার বা কাস্টমস স্টেশন নিয়ন্ত্রণকারী কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন, যথা:-

(ক) এলসি নম্বর;

(খ) বিএল বা এয়ারওয়ে বিল নম্বর বা ট্রাক রিসিপ্ট নম্বর;

(গ) ইনভয়েস নম্বর; এবং

(ঘ) পণ্যের বর্ণনা ও পরিমাণ:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যয়নপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ কাঁচামাল পরবর্তী মেয়াদের আমদানি প্রাপ্যতা হইতে বিয়োজিত হইবে এবং প্রত্যয়নপত্রে বর্ণিত কাঁচামালের পরিমাণ আগামী মেয়াদের সম্ভাব্য প্রাপ্যতার এক-চতুর্থাংশের অধিক হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের নামে দাবিনামার ভিত্তিতে বিচারাদেশ জারি করা হইলে এইরূপ প্রত্যয়নপত্র নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের শর্ত আরোপপূর্বক প্রদান করা যাইবে।

১০। **নূতন সংযোজিত বা অপসারিত মেশিনের ক্ষেত্রে আমদানি প্রাপ্যতা পুনঃনির্ধারণ।-** (১) পুরাতন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে নূতনভাবে অতিরিক্ত মেশিন সংযোজন করা হইলে অতিরিক্ত স্থাপিত মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বিধি ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিরূপণ করিতে হইবে।

(২) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ও ব্যবহৃত মেশিনের সংখ্যা হ্রাস পাইলে ঐ মেশিনের নিরূপিত উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে আমদানি প্রাপ্যতা হ্রাস করিয়া তাহা পুনঃনির্ধারণ করিতে হইবে।

১১। **সাধারণ শর্তাবলি।-** (১) বিধি ৬ বা বিধি ৭ অনুযায়ী কোনো মেয়াদে নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা ও পূর্ববর্তী মেয়াদের মজুদ কাঁচামালের সমাপনী জেরসহ একত্রে তাহা যেন কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৮০ (আশি) ভাগের অতিরিক্ত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) আমদানি প্রাপ্যতা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৃদ্ধি করা যাইবে, যথা:-

(ক) প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাবিনামা, অবৈধ অপসারণ, জালিয়াতির অভিযোগে দাবিনামা সংবলিত কারণ দর্শাও নোটিশ জারি হইয়াছে কিন্তু এখনও বিচারাদেশ জারি হয় নাই;

(খ) কমিশনারেটের বিচারাদেশের বিরুদ্ধে পরবর্তী আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রায় প্রদান করা হইলে;

(গ) আপিল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রায় প্রদান করিয়াছে এবং কমিশনারেট হইতে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আপিল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপিল করা হইয়াছে; এবং

(ঘ) যেক্ষেত্রে চূড়ান্ত আপিল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রায় প্রদান করিয়াছে।

(৩) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এবং বিধি ৫ এর উপ-বিধি (৩) ও (৪) এর অধীন বর্ধিত প্রাপ্যতা প্রদান করা যাইবে না, যথা:-

(ক) প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কাঁচামাল অবৈধ অপসারণের অভিযোগে দাবিনামা প্রতিষ্ঠিত হইতে চূড়ান্ত আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রায় প্রদান পর্যন্ত যে কোনো পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ২৩৮ এর অধীন নোটিশ জারি হইয়া থাকিলে;

(খ) প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাল জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হইলে;

(গ) ওয়্যারহাউস লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত থাকাকালে; এবং

(ঘ) দাবিনামা সংবলিত কারণ দর্শাও নোটিশের প্রেক্ষিতে জারীকৃত বিচারাদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিল মামলার চূড়ান্ত রায় সরকারের পক্ষে প্রদত্ত হইবার ক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধ না হইলে।

১২। **নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি।-** (১) বিধি ৪ বা বিধি ৫ বা বিধি ৬ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট মেয়াদে উক্তরূপ আমদানি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি করা হইলে তাহা প্রযোজ্য শুল্ক করাদির সমপরিমাণ অর্থের নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে বন্ডের আওতায় এই শর্তে খালাস দেওয়া যাইবে যে, কোনো ক্ষেত্রেই তাহা সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট আমদানির পরিমাণ ও পূর্ববর্তী মেয়াদের মজুদ কাঁচামালের জেরসহ একত্রে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৮০ (আশি) ভাগের অতিরিক্ত হইবে না।

(২) ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে খালাসকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত সমুদয় পণ্য রপ্তানির পরে রপ্তানির সপক্ষে ব্যাংকের যথাযথ পিআরসি (Proceed Realization

Certificate) বা প্রত্যয়নপত্র, লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্রসহ, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কমিশনার অব কাস্টমসের নিকট দাখিল দাখিল করা হইলে কমিশনার প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই করিয়া রপ্তানি নিশ্চিত হইয়া আমদানি কাস্টম হাউসে বা স্টেশনে উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তির লক্ষ্যে প্রত্যয়নপত্র জারি করিবেন।

১৩। **পণ্য ভিত্তিক আমদানি-প্রাপ্যতা নির্ধারণ।-** (১) পণ্য উৎপাদনে যে সকল কাঁচামাল প্রয়োজন হয়, সেই সকল কাঁচামালের ব্যবহারিক অনুপাতের ভিত্তিতে প্রতিটি কাঁচামালের পৃথক পৃথক আমদানি প্রাপ্যতা ও পণ্য উৎপাদনে উক্ত কাঁচামাল ব্যবহারের আনুপাতিক হারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কাঁচামালের প্রাপ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (DEDO) কর্তৃক কোনো সহগ নির্ধারিত থাকিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা গ্রহণ করিয়া উক্ত তথ্য অনুরূপ পণ্য উৎপাদনকারী এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান হইতে সংগৃহীত তথ্যের নিরিখে যাচাই করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী কাঁচামালের প্রাপ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করিয়া প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা যাইবে।

(৫) একই ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব একই ব্যবহারিক অনুপাত অনুসরণ করিতে হইবে।

(৬) পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য একাধিক কাঁচামাল একটি অপরটির বিকল্প বা পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত সকল বিকল্প বা পরিপূরক কাঁচামালের আমদানি-প্রাপ্যতা একত্রে যোগ করিয়া মোট পরিমাণ হিসাবে আমদানি-প্রাপ্যতায় উল্লেখ করা যাইবে।

১৪। **আমদানি প্রাপ্যতা অনুমোদন।–** বিধি ৪, বিধি ৫ ও বিধি ৬ এ বর্ণিত আমদানি প্রাপ্যতা অন্যূন জয়েন্ট কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তা অনুমোদন করিবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আমদানি প্রাপ্যতা কমিশনার অনুমোদন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত প্রাপ্যতা মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতার ৬০ (ষাট) শতাংশের অধিক হইলে এবং পূর্ববর্তী মেয়াদে ব্যবহৃত কাঁচামালের সহিত ২০ (বিশ) শতাংশের অধিক পরিমাণ যোগ করিয়া বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে কমিশনারের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

১৫। **ওয়্যারহাউসে এককালীন মজুদ।-** কোনো সময়েই ওয়্যারহাউসে এককালীন মজুদ কাঁচামালের পরিমাণ নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি-প্রাপ্যতার এক তৃতীয়াংশ অথবা গুদামের অনুমোদিত ধারণ ক্ষমতা এই দুই এর মধ্যে যাহা কম তাহার বেশি হইবে না।

১৬। **পণ্যের বর্ণনা ও H. S. Code নূতন ওয়্যারহাউস লাইসেন্সে উল্লেখকরণ।-** (১) ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের আওতায় যে সকল পণ্য খালাসযোগ্য হইবে সেই সকল পণ্যের নাম, H. S. Code, আমদানি প্রাপ্যতা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে লাইসেন্সে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) ইতঃপূর্বে যে সকল ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে সেই সকল লাইসেন্সে এইরূপ তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না থাকিলে বার্ষিক প্রাপ্যতা প্রদানের সময় উপ-বিধি (১) অনুসরণ করিয়া উহা উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে।

১৭। **বন্ড অটোমেশন সিস্টেমে কার্যক্রম পরিচালনা।-** এই বিধিমালায় বর্ণিত সকল কিংবা নির্দিষ্টকৃত কোনো কার্যক্রম কাস্টমস বন্ড অটোমেশন সিস্টেমে সম্পাদন করা যাইবে।

১৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত।-** (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৯ জুন ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখের আদেশ নং- ১৪/২০০৮ মূলে জারীকৃত সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প (পোশাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ আদেশ, ২০০৮ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সকল আদেশ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত সকল আদেশের অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্যধারা বা মামলা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা যতদূর সম্ভব রহিত আদেশসমূহের অধীন এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব